197537 - তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বাণী

প্রশ্ন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তায়ালার কিতাবগুলোর ব্যাপারে আমাকে যদি আপনারা আরো তথ্য দিতেন। এই কিতাবগুলো (তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর) কি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বাণী হিসেবে বিবেচিত ছিল? বর্তমানে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যে বইগুলো পড়ছে এবং যেগুলো বদলে ফেলা হয়েছে, আমি সেগুলো বুঝাতে চাইছি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, গ্রন্থসমূহ ও রাসূলদের উপর ঈমান আনে। মহান আল্লাহ বলেন: "রাসূল তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।" (সূরা বাকারা: ২৮৫)

বুখারী (৫০) ও মুসলিম (৯) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মানুষদের সামনে প্রকাশ্যে ছিলেন। এ সময়ে জিব্রীল এসে তাকে বললেন: 'ঈমান কী?' তিনি বললেন: "ঈমান হলো: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সাথে সাক্ষাত, তাঁর রাসূলগণে উপর ঈমান আনা এবং পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনা।"

কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর সবই রাসূলদের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের অন্যতম। এগুলোর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। কেউ এর কোনোটি অস্বীকার করলে সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল।

দুই:

আল্লাহর কোনো বাণী সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তাওরাত, ইঞ্জিল, কুরআন ও যাবুর বাস্তবেই বলেছেন। কুরআনের কোনো হরফ যেমন সৃষ্ট না, পুরোটা যেমন বাস্তবে আল্লাহর বাণী, অনুরূপভাবে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরও আল্লাহর বাণী। আমরা আল্লাহর রাসূলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের মাঝে কোনোটাকে আলাদা করি না। সবই

আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে, অথচ তারা জানে।” (সূরা বাকারা: ৭৫)

তারা যেটাকে বিকৃত করত সেটা ছিল: ‘তাওরাত’। সেই তাওরাতকে আল্লাহ ‘আল্লাহর বাণী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুসলিম (২৬৫২) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আদম ও মূসা আলাইহিমাস সালাম (পরস্পর) বাদানুবাদ করেন। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন: ‘আদম, আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদেরকে বের করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম তাকে বললেন: “মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর নিজ কথার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য নিজ হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব, আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের ব্যাপারে তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছেন। এভাবে আদম মূসার উপর তর্কে জয়ী হলেন। এভাবে আদম মুসার উপর তর্কে জয়ী হলেন।”

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “উম্মাহর সালাফদের মাযহাব তথা সাহাবী ও তাদের উত্তম অনুসারী এবং মুসলিম উম্মাহর চার ইমাম ও অন্যান্য ইমামদের মাযহাব, যে মাযহাব কুরআন-সুন্নাহর দলিল মোতাবেক এবং যা সুস্পষ্ট আকলী দলীলের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো: ‘কুরআন আল্লাহর বাণী, এটা অবতীর্ণ, সৃষ্ট নয়, আল্লাহর কাছ থেকেই এর সূচনা ও তাঁর কাছেই এর প্রত্যাবর্তন, তিনিই কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের বক্তা এবং অন্যান্য কিতাবগুলোরও বক্তা, এগুলো তার থেকে পৃথক কোনো সৃষ্টি নয়। তিনি তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে কথা বলেন। তার কথা আপন সত্ত্বায় বিদ্যমান। তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। ... আল্লাহর কথার কোনো শেষ নেই, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন: “বলুন, আমার রবের কথা লিপিবিদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও।” মহান আল্লাহ আরবী কুরআন ও হিব্রু তাওরাত দিয়ে কথা বলেছেন ...”

তারপর এ পর্যন্ত বলেন:

“যে ব্যক্তি তাঁর কথাকে সৃষ্ট বলে তাকে এটাও বলতে হবে: সৃষ্টিই মুসাকে বলেছে: “আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ব ইলাহ নেই। অতএব আমারই ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।” আর এটা নিষিদ্ধ। এমন কথা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক ছাড়া অন্য কোনো কথা হওয়া নাজায়েয।

যখন আল্লাহই কুরআন, তাওরাত ও অন্যান্য কিতাবগুলোর অর্থসমেত সুবিন্যস্ত বর্ণমালা দিয়ে গঠিত শব্দগুলো বলেছেন, তখন এগুলোর কোনোটিই সৃষ্ট নয়। বরং এটা সৃষ্টিকুলের রবের বাণী ... ” [সমাপ্ত] [মাজমূউল ফাতাওয়া (১২/৩৭-৪১)]। আরো দেখুন: [মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/৩৫৫-৩৫৬)]।

শাইখ মুস্তফা আর-রুহাইবানী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আল্লাহর বাণী, কুরআন অথবা এর কোনো সূরা অথবা এর কোনো আয়াত দয়িে শপথ করলে সটো ‘কসম’ হব। কনেনা সটো (আল্লাহর বাণী) আল্লাহর অন্যতম গুণ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো কথা দয়িে কংিবা কথার অংশ দয়িে শপথ করল সে আল্লাহর গুণ দয়িইে কসম করল।

অনুরূপভাবে আল্লাহর কতিাবসমূহরে মাঝে তাওরাতরে অনুরূপ কতিাব যমেন: ইঞ্জলি ও যাবুর দয়িে শপথ করলে সটোও ‘কসম’। যার জন্য কাফ্ফারা রয়ছে। কারণ সাধারণভাবে ‘আল্লাহর বাণী’ বললে আল্লাহর পক্ষ থকেে অবতীর্ণ বাণীকে বুঝানো হয়; পরবির্ততি ও বকিৃত বাণীকে নয়। সইে কতিাবরে বধিান কুরআন দ্বারা রহতি হয়ে গয়িছে বধিায় সইে কতিাবরে মর্যাদা বাতলি হয়ে যাবে না। কুরআনরে বধিান রহতি হয়ে যাওয়া অংশরে মত। বধিান রহতি হওয়ার কারণে এটা আল্লাহর বাণীর বাহরিে চলে যাবে না। যদি তা আল্লাহর বাণী হয় তাহলে সটো কুরআনরে মতই আল্লাহর একটি গুণ।” [মাত্বালবিু উলনি-নুহা (৬/৩৬১) থকেে সমাপ্ত]।

শাইখ ইবন জরিীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “এটা সর্বজনবদিতি য, আল্লাহ নবীদরে উপর অনকে কতিাব অবতীর্ণ করছেনে। তনিি মুসার উপর তাওরাত, ঈসার উপর ইঞ্জলি, দাউদরে উপর যাবূর এবং ইব্রাহীমরে উপর কছিু সহীফা অবতীর্ণ করছেনে। (সূরা আ’লা: ১৯) নঃিসন্দহে এগুলো সবই আল্লাহর বাণী, যগেুলো তনিি বলছেনে এবং স্বীয় শরীয়ত, আদশে ও নষিধেকে এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত করছেনে।” [ফাতাওয়াশ শাইখ ইবন জবিরীন (৬৩/১১৭) থকেে সমাপ্ত, মাকতাবা শামলোর স্বয়ংক্রয়ি নাম্বারংি অনুযায়ী]

আরো উপকৃত হতে দখেুন: (47516),(145665) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

□□□